ভোগালি বিহু উপলক্ষ্যে গুয়াহাটির কাছে গরইমারি লেকে চলছে মাছ ধরা। বৃহস্পতিবার। – এএফপি

পিছোল শুনানি

জলপাইগুড়ি, ১৩ জানুয়ারি : শীতলকুচিতে গুলিচালনায় চারজনের মৃত্যুর বিষয়ে শুনানি পিছিয়ে গেল। রাজ্যের অ্যাডিশনাল পাবলিক প্রসিকিউটার অদিতিশংকর চক্রবর্তী জানিয়েছেন, অ্যাডভোকেট জেনারেল করোনা সংক্রামিত হওয়ায় হাইকোর্টের সার্কিট বেঞ্চ সরকার পক্ষের আবেদনের ভিত্তিতে শুনানির দিন ধার্য করেছে ৩১ জানুয়ারি।

বিকট শব্দ

প্রথম পাতার পর

যাঁরা ততক্ষণে কোনও মতে ট্রেন থেকে নীচে নামতে পেরেছিলেন, তাঁরাও কী করবেন বুঝে উঠতে পারছিলেন না।

স্থানীয়রা যতটা পারেন সাহায্যের জন্য হাত বাড়ান। এদিকে, খবর পৌঁছাতেই পাশেই থাকা ময়নাগুড়ি দমকলকেন্দ্রের কর্মী, স্থানীয় বাসিন্দা ও পুলিশ প্রশাসনের কর্তারা ঘটনাস্থলে ছুটে আসেন। ততক্ষণে খবর ছড়িয়ে গিয়েছে। খবর পেয়ে বহু মানুষ কাতারে কাতারে ভিড় জমাতে থাকেন এই করোনা পরিস্থিতির মধ্যেই। ধীরে ধীরে জনসমুদ্রে পরিণত হয় ওই এলাকা। এদিকে, সূর্য অস্ত যাওয়ায় গ্রামীণ এলাকায় খোলা মাঠে অন্ধকার নেমে এসেছে। কান্নার রোল খানিকটা কমেছে। তখন চারদিকে তখন শুধু লাল বাতি নীল বাতি অ্যাম্বুল্যান্সের ভিড় আর সাইরেনের আওয়াজ।

বগির ভেতর আটকে বহু যাত্রী। স্থানীয় গ্রামবাসীরা প্রশাসনের সঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে তাঁদের উদ্ধারের চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছিলেন। ঘটনার কয়েক ঘণ্টা পরও বহু যাত্রী ট্রেনের ভেতরে আটকে ছিলেন। এতগুলি বগি লাইনচ্যুত হওয়ায় রেললাইনও দুমড়ে-মুচড়ে গিয়েছে। বহু স্থানে বিদ্যুতের তার ছিঁড়ে পড়ে রয়েছে। স্থানীয় প্রশাসনের কর্তাদের উদ্যোগে আহতদের অ্যাম্বুল্যান্সে চাপিয়ে ময়নাগুড়ি গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। প্রায় ৫০টা অ্যাম্বুল্যান্স তো ছিলই। সেইসঙ্গে স্থানীয় বহু মানুষ তাঁদের গাড়ি নিয়ে আসেন আহতদের উদ্ধারের জন্য। সন্ধ্যার পর প্রশাসনের তরফে আলোর ব্যবস্থা করা হয় গোটা এলাকায়। ঘটনাস্থলে উপস্থিত হন জলপাইগুড়ি জেলা শাসক মৌমিতা গোদারা বসু, পুলিশ সুপার দেবর্ষি দত্ত, উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দপ্তরের প্রতিমন্ত্রী সাবিনা ইয়াসমিন, রাজ্যের শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী পরেশ অধিকারী, অনগ্রসর শ্রেণিকল্যাণ দপ্তরের মন্ত্রী বুলু চিকবড়াইক জলপাইগুড়ি জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের সভানেত্রী মহুয়া গোপ, গৌতম দেব সহ রেলের আধিকারিকরা।

গভীর রাত অবধি চলছে উদ্ধারকাজ। প্রশাসনের তরফে রেলের যাত্রীদের থাকার জন্য ময়নাগুড়ি বিএড কলেজ ও ময়নাগুড়ি ধর্মশালায় ব্যবস্থা করা হয়েছে। উদ্ধারকাজ তো চলছেই, তা সত্ত্বেও গভীর রাত পর্যন্ত ট্রেনের বগির মধ্যেই আটকে ছিলেন বহু যাত্রী। কান্নার শব্দ তখনও রয়েছে। থমথমে ওভারব্রিজ সংলগ্ন এলাকা।

শনির যাত্রা

প্রথম পাতার পর

দুর্ঘটনার জেরে এদিন উত্তরবঙ্গ থেকে কলকাতা বা দিল্লি যাওয়ার অনেক ট্রেনই আটকে যায়। সমস্যায় পড়েন হাজার হাজার যাত্রী। উত্তরবঙ্গ এক্সপ্রেস বাতিল করা হয়েছে। বিকেলের পর এনজেপি থেকে গুয়াহাটিগামী নয়টি ট্রেন ঘুরপথে চালানো হয়েছে। এনজেপি থেকে ময়নাগুড়ি লাইনের বদলে সেবক, নিউ মাল, আলিপুরদুয়ার হয়ে ট্রেন যাচ্ছে। বিকানের এক্সপ্রেসের অন্য যাত্রীদের গুয়াহাটি পাঠানো হয়েছে বিশেষ ট্রেনে। রাতে ঘটনাস্থলে গিয়ে দেখা যায়, তখনও উদ্ধারকাজ চলছে। ডিএম, এসপিরা আছেন। রেল ও প্রশাসনের অফিসারদের সঙ্গে হাতে হাত মিলিয়ে কাজ করছেন স্থানীয় মানুষ। তখনও তাঁদের চোখেমুখে আতঙ্ক। সবাই বলছেন, 'যা দেখেছি, এখনও বিশ্বাস হচ্ছে না।' অন্ধকারের মাঝে পড়ে রয়েছে ট্রেনের কামরাগুলো। অন্ধকারে আধিভৌতিক দেখাচ্ছে। সত্যিই কিছু বিশ্বাস হচ্ছে না।'

আবহাওয়া
শুক্রবারের পূর্বাভাস

	সর্বোচ্চ (ডি.সে.)	সর্বনিম্ন (ডি.সে.)
কলকাতা	২১.০	১৭.০
শিলিগুড়ি	২৩.০	১২.০
জলপাইগুড়ি	২৩.০	১০.০
কোচবিহার	২৩.০	১০.০
আলিপুরদুয়ার	২৩.০	১০.০
মালদা	২২.০	৯.০
রায়গঞ্জ	২২.০	১০.০
গ্যাংটক	১৭.০	৪.০

জলপাইগুড়ি সুপারস্পেশালিটি হাসপাতাল

আহতদের পরিষেবা দেওয়া নিয়ে গণ্ডগোল

দিব্যেন্দু সিনহা

জলপাইগুড়ি, ১৩ জানুয়ারি : একদিকে ক্যামেরার ঝলকানি। অন্যদিকে বৈদ্যুতিন সংবাদমাধ্যমের লাইভ সম্প্রচার। এরই মধ্যে দুর্ঘটনাগ্রস্ত মানুষকে কারা পরিষেবা দেবেন, শাসকদলের ছাত্র-যুবরা, নাকি হাসপাতালের নিযুক্ত ঠিকাদারি সংস্থার কর্মীরা- তা নিয়ে হুলুস্থুল কাণ্ড জলপাইগুড়ি সুপারস্পেশালিটি হাসপাতালে। গণ্ডগোলের জেরে শেষ পর্যন্ত রেগে গিয়ে পরিষেবা দেবেন না বলে জানিয়ে দেন ওই কর্মীরা। হাতের গ্লাভস খুলে ফেলেন তাঁরা। শেষে হাসপাতালে উপস্থিত ডিএসপি (সদর) সমীর পালের হস্তক্ষেপে পরিস্থিতি স্বাভাবিক হয়।

এদিন ঘটনার খবর পেয়েই সুপারস্পেশালিটি হাসপাতালে চলে আসেন জলপাইগুড়ি পুরসভার প্রশাসকমণ্ডলীর চেয়ারপার্সন পাপিয়া পাল, ভাইস চেয়ারম্যান সৈকত চট্টোপাধ্যায় সহ অন্য সদস্যরা। সেইসঙ্গে শাসকদল তৃণমূলের ছাত্র-যুব সংগঠনের সদস্যদের ভিড় দেখা দেয়। এখানেই গোল বাঁধে। রাত সাড়ে সাতটার পর থেকে একের পর এক অ্যাম্বুল্যান্সে ট্রেন দুর্ঘটনায় আহতদের নিয়ে আসা শুরু হয়। এরপরই কে কার আগে স্ট্রেচার নিয়ে যাবে তা নিয়ে হুড়োহুড়ি শুরু হয়ে যায়। সেইসঙ্গে উৎসাহী কিছু মানুষকে মোবাইলে ভিডিও করতে দেখা যায়। সবমিলিয়ে হাসপাতালে বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়। বিষয়টি দেখে এগিয়ে গিয়েছিলেন তৃণমূল নেতা তথা জেলা এসসি এসটি ওবিসি সেলের সভাপতি

আসরে তৃণমূল

- সন্ধ্যায় একের পর এক অ্যাম্বুল্যান্সে আহতদের নিয়ে আসা শুরু হয়
- কে কার আগে স্ট্রেচার নিয়ে যাবে তা নিয়ে হুড়োহুড়ি শুরু হয়ে যায়
- হাসপাতালের নিযুক্ত ঠিকাদারি সংস্থার কর্মীরা পরিষেবা দেবেন না বলে জানান
- পরে পুলিশের হস্তক্ষেপে পরিস্থিতি স্বাভাবিক হয়

কৃষ্ণ দাস। কিন্তু তাঁর কথাও শোনা হয়নি। হাসপাতালের গেটে ভিড়। রাস্তায় ভিড়। খবর পেয়ে হাসপাতালে আসেন ডিএসপি (সদর)। পরিস্থিতি দেখে মাইকের ব্যবস্থা করে সবাইকে সরে যাওয়ার জন্যও বলা হয়। কিন্তু কাউকে সেই কথা কানে তুলতে দেখা যায়নি। ইতিমধ্যে পরিস্থিতি দেখে রেগে যান হাসপাতালের এক কর্মী মন্টু দাস। তিনি বলেন, 'সারা বছর আমরা কাজ করছি। কোন রোগীকে কীভাবে ভেতরে নিয়ে যেতে হবে সেটা আমরা ভালো জানি। কিন্তু এখানে এত ভিড় করা হচ্ছে, তাতে আমরা কাজ করতে পারছি না। যাঁরা ভিড় করে আছেন, তাঁরাই হুড়োহুড়ি করছেন। এই পরিস্থিতিতে কাজ করা যায় না।' একই বক্তব্য অন্য কর্মীদের।

এরপরেই এগিয়ে আসেন ডিএসপি (সদর)। এরপরই পরিস্থিতি স্বাভাবিক হয়। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক হাসপাতালের এক আধিকারিক বলেন, 'যাদের যেটা কাজ, সেটা তাদেরই করতে দেওয়া উচিত। জনপ্রতিনিধিদের সঙ্গে অনেক লোকজন এসেছিলেন। ফলে আহতদের পরিষেবা দেওয়া নিয়ে বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়।'

এই বিষয়ে সেখানে থাকা তৃণমূল যুব নেতাদের বক্তব্য, প্রথম অবস্থায় তাঁরাই পরিষেবা দিয়ে গিয়েছেন। কেউ ছিল না। এখন অন্যরা এসেছেন। যদিও এমন কিছুই ঘটেনি বলে দাবি করেন তৃণমূল যুবর জেলা সভাপতি তথা পুরসভার প্রশাসকমণ্ডলীর ভাইস চেয়ারম্যান সৈকত চট্টোপাধ্যায়। হাসপাতাল সুপার গয়ারাম নস্কর বলেন, 'কিছু সমস্যা হয়েছিল। তবে পরে তা মিটে গিয়েছে।'

মাইক্রোবায়োলজি বিভাগ চালাতে টেকনিসিয়ান ধার

শিলিগুড়ি, ১৩ জানুয়ারি : বিভাগীয় প্রধান সহ বেশ কিছু অধ্যাপক চিকিৎসক এবং ল্যাবরেটরি টেকনিসিয়ান করোনা সংক্রামিত। এই পরিস্থিতিতে উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের ভাইরাস রিসার্চ অ্যান্ড ডায়াগনস্টিক ল্যাবরেটরি (ভিআরডিএল) চালু রাখতে অন্য বিভাগ থেকে টেকনলজিস্ট দেওয়ার ব্যবস্থা করা হচ্ছে। মেডিকেল সূত্রের খবর, প্যাথলজি, বায়ো কেমিস্ট্রি সহ অন্যান্য বিভাগ থেকে টেকনলজিস্ট দিয়ে ভিআরডিএল চালু রাখার চেষ্টা করা হচ্ছে।

করোনার তৃতীয় ঢেউ উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে খুব ভালোভাবেই থাবা বসিয়েছে। গত এক সপ্তাহের মধ্যে মেডিকেল কলেজের অধ্যক্ষ, হাসপাতাল সুপার থেকে শুরু করে ছয়-সাতটি বিভাগের বিভাগীয় প্রধান, বেশ কিছু অধ্যাপক চিকিৎসক, নার্স, চতুর্থ শ্রেণির কর্মীরা সংক্রামিত হয়েছেন। সংক্রামিত হয়ে সিংহভাগই বর্তমানে আইসোলেশনে রয়েছেন।

চিকিৎসায় প্রভাব

- করোনার তৃতীয় ঢেউরের ধাক্কা উত্তরবঙ্গ মেডিকেলে
- এক সপ্তাহের মধ্যে অধ্যক্ষ, হাসপাতাল সুপার, বিভাগীয় প্রধান, অধ্যাপক চিকিৎসক, নার্স, চতুর্থ শ্রেণির কর্মীরা সংক্রামিত
- মাইক্রোবায়োলজি বিভাগেও সিংহভাগ চিকিৎসক, টেকনিসিয়ান সংক্রামিত
- বুধবার বিভাগীয় প্রধানও করোনা সংক্রামিত হন

অন্যদিকে, মাইক্রোবায়োলজি বিভাগেও ইতিমধ্যেই সিংহভাগ চিকিৎসক, টেকনিসিয়ান সংক্রামিত হয়েছেন। বুধবার বিভাগীয় প্রধানও করোনা সংক্রামিত হয়ে আইসোলেশনে চলে যান। অথচ মাইক্রোবায়োলজি বিভাগের অধীনে থাকা ভিআরডিএলে প্রতিদিন করোনার লালার নমুনা পরীক্ষা করতে হচ্ছে।

প্রতিদিন গড়ে ৭০০-৮০০ নমুনা পরীক্ষা করা, সেই পরীক্ষার রিপোর্ট তৈরি করা, সেগুলি আইসিএমআর-এর পোর্টালে আপলোড করা এবং সব শেষে রিপোর্টগুলি জেলা অনুযায়ী আলাদা করে সংশ্লিষ্ট জেলায় পাঠানোর মতো নানা কাজ প্রতিদিন এই বিভাগকে করতে হয়। কিন্তু বিভাগীয় প্রধান সহ সিংহভাগ আধিকারিক, টেকনিসিয়ান করোনা সংক্রামিত হওয়ায় মেডিকেল কর্তৃপক্ষ সমস্যায় পড়েছে। বাধ্য হয়েই কাজ চালানোর জন্য অন্য বিভাগ থেকে টেকনিসিয়ানের ব্যবস্থা করা হচ্ছে বলে মেডিকেল কলেজের ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ ডাঃ জগদীশ বিশ্বাস জানিয়েছেন।

পৌষ-পার্বণে পিঠে খায় গোরু

গৌতম সরকার

মেখলিগঞ্জ, ১৩ জানুয়ারি : আধুনিকতার যুগেও সীমান্তের গ্রামে টিকে রয়েছে পৌষ-পার্বণের দিনে গবাদিপশু এবং পাখিদের পিঠে খাওয়ানোর উৎসব। কোচবিহার জেলার মেখলিগঞ্জের বাংলাদেশ সীমান্তবর্তী বিভিন্ন এলাকায় বৃহস্পতিবার চোখে পড়ল উৎসবের প্রস্তুতি। শুক্রবার পৌষ-পার্বণে মাতবে গোটা বাংলা। উত্তরের সীমান্তবর্তী গ্রামে ঘুম থেকে উঠেই বাড়ির পোষা গবাদিপশুদের পিঠে খাওয়ানো হবে। পৌষ-পার্বণের আগের দিন বৃহস্পতিবার এনিয়ে তাই জোর ব্যস্ততা দেখা গেল গৃহস্থদের মধ্যে। বাড়ির মহিলারা সারাদিন চাল গুঁড়োর কাজে ব্যস্ত থাকলেন। আর পুরুষরা গবাদিপশুদের স্নান করিয়ে দিয়ে রোদে দাঁড় করিয়ে রাখছেন। এলাকার বাসিন্দা বাবুনাট্য রায়, কমলা মণ্ডল জানান, পৌষ-পার্বণের দিন রীতি মেনে বাড়ির পোষা প্রাণী বিশেষ করে গোরুকে পিঠে খাইয়ে আসছেন। এদিন খুব ভোরে উঠে পিঠে বানিয়ে প্রথমে গোরুকে খাওয়ান। তারপর নিজেরা খান। কে কত আগে ভোরে উঠে গোরুকে পুজো দিয়ে পিঠে খাওয়াতে পারেন সেটা নিয়ে প্রতিবেশীদের মধ্যে প্রতিযোগিতা চলত। এখনও এই রীতি থাকলেও আগের মতো আর জৌলুস নেই। বিশিষ্ট লোকসংস্কৃতি গবেষক শচীমোহন বর্মনের বক্তব্য, 'পৌষ-পার্বণে বাড়ির লোকজন ও অতিথিদের পাশাপাশি গোরুকেও পিঠে খাওয়ানোর রীতি রয়েছে। এর দ্বারা পশুর প্রতি মানুষের ভালোবাসা প্রকাশ পায়।'

ভোটবাড়ি গ্রামে চলছে পিঠের জন্য চাল গুঁড়ো করার ব্যস্ততা।–সংবাদচিত্র

গ্রামীণ কৃষিপ্রধান বাংলার মূল সম্পদ গোরুই। মাঠ চাষ, ফসল বোনা, ঝাড়াইমাড়াই থেকে সমস্ত কাজে গোরুই ছিল প্রধান। কৃষকের প্রধান ও প্রথম সহায় সেই গোরু। কার্তিকের শেষেই ধান ঘরে তোলার পর পৌষ সংক্রান্তিতে নতুন চালের পিঠে তৈরি খাওয়ার রীতি গ্রামবাংলার লোকঐতিহ্য। আর সেই শখের খাবার প্রতিবেশী, আত্মীয়স্বজনের মধ্যেও দেওয়া-নেওয়া হয়। বাড়ির পশুরাই বা কেন বঞ্চিত হবে? এদিন গৃহস্থরা নিজের পূর্বপুরুষের প্রতি পিঠেপুলি উৎসর্গ করে গোরুকেও খাওয়ানো হয়। তবে আধুনিক যন্ত্রসভ্যতার যুগে গোরুর ব্যবহার কমে যাওয়ায় এই রীতিও অনেকটা ম্লান। তবুও উত্তরের প্রান্তিক জায়গায় এখনও পৌষ-পার্বণের ভোরে গোরু সহ বাড়ির অন্য পশুদের পিঠে খাওয়ানো প্রথার দেখা মেলে।

তিস্তা-ডায়নায় অবৈধ কারবার বন্ধে উদ্যোগ

নতুন মাইনিং ব্লকের প্রস্তাব

পূর্ণেন্দু সরকার

জলপাইগুড়ি, ১৩ জানুয়ারি : জলপাইগুড়ি জেলা প্রশাসন থেকে তিস্তা ও ডায়না নদীর ওপর মাইনিং ব্লক থেকে বালি-পাথর তোলার প্রস্তাব রাজ্যের কাছে পাঠানো হয়েছে। তবে তার অনুমোদন এখনও মেলেনি। ফলে সরকারি রাজস্ব ফাঁকি দিয়ে অবৈধভাবে বিভিন্ন নদী থেকে বালি-পাথর তুলছেন কিছু ব্যবসায়ী। সেজন্য রাজ্য সরকার অবৈধভাবে বালি-পাথর তোলা বন্ধ করতে দ্রুত কিছু ব্যবস্থা নিতে চলেছে। বৃহস্পতিবার জেলা শাসক, জেলা ভূমি ও ভূমি সংস্কার আধিকারিকের সঙ্গে রাজ্যের মুখ্যসচিব সহ একাধিক উচ্চপদস্থ আধিকারিকের ভার্চুয়াল বৈঠকের পর এই খবর জানা গিয়েছে।

জলপাইগুড়ি জেলায় এখনও পর্যন্ত একাধিক নদীর ৮০টি মাইনিং ব্লকে বালি-পাথর তোলার সরকারি লিজ দেওয়া হয়েছে। এর মধ্যে রাজগঞ্জ ব্লকের মহানন্দা নদীবক্ষে চারটি মাইনিং ব্লক, ময়নাগুড়ির জরদা ও জলঢাকা নদীবক্ষে ১৩টি মাইনিং ব্লক, ধূপগুড়ি ব্লকের খানাভরতি ও জলঢাকা, রেতি নদীবক্ষে ১০টি মাইনিং ব্লক, মালবাজার ব্লকের চেল, লিস, ঘিস এবং মাল নদীবক্ষ থেকে সবচেয়ে বেশি ৫০টি মাইনিং ব্লক, মেটেলি ব্লকের মাল ও নেওড়া নদীর তিনটি মাইনিং ব্লক থেকে বালি-পাথর তোলার অনুমতি দেওয়া হয়েছে।

আগে জেলা পর্যায়ে সেচ, ভূমি ও ভূমি সংস্কার দপ্তর বালি-পাথর তোলার অনুমতি দিত। কিন্তু গত বছর থেকে রাজ্যজুড়ে ওয়েস্ট বেঙ্গল মিনারেল ডেভেলপমেন্ট অ্যান্ড ট্রেডিং কর্পোরেশনের মাধ্যমে নির্দিষ্ট রাজস্ব দিয়ে অনলাইনে রেজিস্ট্রেশন করে ই-চালান নেওয়ার নিয়ম চালু হয়েছে।

জলপাইগুড়ি সদর ব্লকের তিস্তা নদীর বালি এবং নাগরাকাটার ডায়না নদীর পাথর তোলার অনুমতি নেই। তিস্তা নদীতে ১৮টি মাইনিং ব্লক এবং ডায়না নদীর ১০টি মাইনিং ব্লকে যাতে নতুন করে বালি-পাথর তোলার অনুমতি কর্পোরেশন দ্রুত দেয়, সেই প্রস্তাব রাজ্যকে আগেই পাঠিয়ে রেখেছে জেলা প্রশাসন। প্রশাসন এবং মাইনিংয়ের জন্য আবেদনকারী ব্যবসায়ীদের অনেকে মনে করেন, তিস্তা ও ডায়না নদীর ২৮টি মাইনিং ব্লকের অনুমতি মিললে এই দুটি নদী থেকে বেআইনিভাবে বালি-

> “ই-চালানের কিউআর কোড মোবাইল অ্যাপসে ধরলেই বৈধতা ধরা পড়ে। তাই বালি পাচার ধরতে অসুবিধা হয় না। নতুন কিছু নদীতে মাইনিং ব্লকের অনুমতি চাওয়া হয়েছে।
>
> –রঞ্জন চক্রবর্তী
> *জেলা ভূমি ও ভূমি সংস্কার আধিকারিক*

পাথর উত্তোলন বন্ধ হবে। তাছাড়া, কিছু নদীতে মাইনিং ব্লক লিজ নেওয়ার টেন্ডার প্রক্রিয়ার কাজে গতি আসা দরকার। নতুন করে মাইনিং ব্যবসায় নামতে চেয়ে নতুন ১৬টি আবেদন কর্পোরেশনের কাছে জমা পড়েছে।

গত কয়েক বছর ধরেই জলপাইগুড়ি সদর ব্লকের তিস্তা নদীবক্ষে মাইনিং বন্ধ। তাহলে ফোর লেন নির্মাণে তিস্তা নদী থেকে বালি তুলল কারা? সম্প্রতি ময়নাগুড়ি পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি শিবম বসুনিয়ার বালিবোঝাই ট্রাক আটক করেছিল ভূমি সংস্কার দপ্তর। জেলার বিভিন্ন নদী থেকেই বেআইনিভাবে বালি তোলায় রাজ্যের শাসকদলের অনেক নেতাই যুক্ত বলে অভিযোগ।

জেলা ভূমি ও ভূমি সংস্কার আধিকারিক রঞ্জন চক্রবর্তী বলেন, 'ই-চালানের কিউআর কোড মোবাইল অ্যাপসে ধরলেই বৈধতা ধরা পড়ে। তাই বালি পাচার ধরতে অসুবিধা হয় না। নতুন কিছু নদীতে মাইনিং ব্লকের অনুমতি চাওয়া হয়েছে।'

জেলা শাসক মৌমিতা গোদারা বসু জানান, কোনও অবস্থাতেই অবৈধভাবে বালি-পাথর তোলা চলবে না। পুলিশ, পরিবহণ দপ্তর, প্রশাসন ও ভূমি সংস্কার দপ্তরের বিশেষ টিম করে ধারাবাহিকভাবে অভিযান করা হচ্ছে। রাজ্যকে কিছু প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে।

আজ ডুয়ার্স দিবস

বিন্নাগুড়ি, ১৩ জানুয়ারি : শুক্রবার বানারহাটে ডুয়ার্স দিবস উদযাপন হবে। সেই উপলক্ষ্যে ডুয়ার্স ডে কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্যরা বৃহস্পতিবার বিন্নাগুড়ি ধর্মশালায় প্রাক-ডুয়ার্স দিবস উদযাপন করলেন। প্রদীপ জ্বালিয়ে অনুষ্ঠানের সূচনা করেন সংগঠনের সভাপতি হাজি গুলজার। এছাড়া উপস্থিত ছিলেন পঞ্চায়েত সমিতির সভানেত্রী সীমা চৌধুরী, বানারহাট থানার আইসি শান্তনু সরকার, বিন্নাগুড়ি ফাঁড়ির ওসি কুশাং টি লেপচা, চামুর্চি পুলিশ ফাঁড়ির ওসি কেশাং লামা, কমিটির প্রবক্তা ডাঃ পার্থপ্রতিম, কমিটির আয়োজক বাপ্পা মিত্র ছাড়াও কমিটির অন্যান্য সদস্য ও স্থানীয়রা। এছাড়া সংগঠনের যেসব সদস্য প্রয়াত হয়েছেন, তাঁদের পরিবারের হাতে শোকবার্তা ও স্মারক তুলে দেওয়া হয়। সমাজসেবামূলক কাজের সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তিদের সম্মান জানানো হয় এদিন। উদযাপন কমিটির প্রবক্তা ডাঃ পার্থপ্রতিম জানান, কোভিড বিধিনিষেধের কারণে এদিন অনুষ্ঠানটি ছোট করে করা হয়েছে।কোভিড পরিস্থিতির কারণে শুক্রবার বাড়িতে বসে মোমবাতি ও প্রদীপ জ্বালিয়ে ডুয়ার্স দিবস পালনের অনুরোধ করা হয়েছে।

জাগল দোমোহনি

প্রথম পতার পর

ওই সরু রাস্তা দিয়ে যেতে গিয়ে যাতে অ্যাম্বুল্যান্সগুলির কোনও সমস্যা না হয়, যাতে কোনও যানজটে সেগুলি আটকে না পড়ে, সেজন্য হাতে হাতে ধরে রীতিমতো গ্রিন করিডর বানিয়ে দেন স্থানীয়রা। রাস্তার ধারে তৈরি করা হয় হিউম্যান ব্যারিকেড। বড় রাস্তাতেও যান নিয়ন্ত্রণের কাজে হাত লাগিয়েছেন স্থানীয়রা। তখন সবার একটাই লক্ষ্য, সময় বাঁচাতে হবে। প্রাণ বাঁচাতে হবে।

এদিকে, এদিন দমকল, পুলিশ-প্রশাসনের কর্মীদের সঙ্গে রাত জেগেছেন দোমোহনির বাসিন্দারাও। রাত যত গড়িয়েছে তত ঘটনাস্থলে ভিড় বেড়েছে। বাড়ির কাজকর্ম সেরে পরিস্থিতি দেখতে দুর্ঘটনাস্থলে ভিড় করেছেন এলাকার মহিলারাও। ভিড় সামলাতে হিমসিম খেতে হয়েছে প্রশাসনকেও। দুর্ঘটনাস্থলের পাশে থাকা কাঁচা রাস্তা দিয়ে গিয়ে উঠতে হয় ৩১ নম্বর জাতীয় সড়কে। গ্রামীণ রাস্তায় না হয় হিউম্যান ব্যারিকেড বানিয়ে দিয়েছিলেন স্থানীয়রা, কিন্তু জাতীয় সড়কে দেখা যায় তীব্র যানজট। ঘটনাস্থলে আসা সরকারি আধিকারিকদের গাড়ি, দেখতে আসা এলাকার বাসিন্দাদের গাড়ি সব মিলিয়ে ভিড়ে ভিড়াক্কার। সেই ভিড় সামলেই রাত অবধি ছোটাছুটি করেছে অ্যাম্বুল্যান্সগুলি।

মৌনীর বিয়ে ২৭ তারিখ

থাকতে পারেন করণ জোহর, একতা কাপুররা

শিলিগুড়ি, ১৩ জানুয়ারি : বলিউড ও টলিউড মিলিয়ে উত্তরবঙ্গের একনম্বর মেগাস্টার তিনিই। তাঁর বিয়ের তারিখ নিয়ে নানা জল্পনা চলছিল বলিউডে, সর্বভারতীয় সংবাদমাধ্যমে। শেষপর্যন্ত ২৭ জানুয়ারি বিয়ের পিঁড়িতে বসছেন কোচবিহারের মেয়ে মৌনী রায়। পাত্র তাঁর দুবাইপ্রবাসী বয়ফ্রেন্ড সুরজ নাম্বিয়ার।

তিনি যে জানুয়ারিতে বিয়ে করছেন, এই খবর প্রথম বেরিয়েছিল উত্তরবঙ্গ সংবাদে। মৌনীর বেশ কয়েকজন আত্মীয় এখনও কোচবিহারে। তাঁর এক তুতো দাদাই বলেছিলেন মৌনীর বিয়ের কথা। এবার কিন্তু তাঁরা আর কোনও কথা বলতে নারাজ। মৌনীর তরফে তাঁদের বারণ করা হয়েছে কোনও কথা না বলতে।

মৌনী সম্প্রতি গোয়াতেই তাঁর বান্ধবীদের নিয়ে পার্টি করেছেন। তখনই জল্পনা তুঙ্গে ওঠে মৌনীর বিয়ে নিয়ে। বৃহস্পতিবারই জানা গিয়েছে, বিয়েটা হচ্ছে। বিচ ওয়েডিংয়েই আগ্রহ মৌনী ও তাঁর প্রেমিকের। শোনা যাচ্ছে,

মৌনী রায়

বিয়েতে করণ জোহর, একতা কাপুর, মণীশ মালহোত্রার মতো সেলেবরা থাকবেন বলে কথা দিয়েছেন। মাঝে শোনা গিয়েছিল, দুবাইয়ে বিয়ে করবেন দুজনে। আপাতত তা বাতিল হয়েছে।

সম্ভবত কোভিডের কথা ভেবেই মুম্বই এবং দুবাইয়ে বিয়ের অনুষ্ঠান বাতিল করেছেন মৌনী ও তাঁর পরিবার। প্রথমে কথা ছিল, কোচবিহারেও একটি অনুষ্ঠান করবেন মৌনী। ছোটবেলার বন্ধুবান্ধব ও আত্মীয়স্বজনের জন্য। তবে এখনও পর্যন্ত তা স্পষ্ট নয়।

মৌনী প্রতিদিনই ইনস্টাগ্রামে নিজের ছবি পোস্ট করে থাকেন। এক-একদিন এক-এক রঙের পোশাকে। রংয়ের মতো স্টাইলেও বৈচিত্র্য থাকে। সেই ছবিগুলো দেশের সেরা কাগজগুলোতে ছাপা হয়। প্রচুর লাইক পড়ে সেখানে। মৌনী এমনিতে ছোট পর্দায় সুপারস্টার। কিন্তু হালে বড় পর্দায় নামছেন। অয়ন মুখোপাধ্যায়ের ব্রহ্মাস্ত্র ছবিতে তিনি রণবীর কাপুর ও আলিয়া ভাটের সঙ্গে অভিনয় করছেন। মৌনী এই ছবি নিয়ে তীব্র উত্তেজিত।

ট্রেন দুর্ঘটনায় অন্তর্ঘাতের সন্দেহ

কলকাতা, ১৩ জানুয়ারি : ময়নাগুড়িতে বিকানের-গুয়াহাটি এক্সপ্রেস দুর্ঘটনাগ্রস্ত হওয়ার ঘটনায় পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি অধীররঞ্জন চৌধুরী অবিলম্বে পূর্ণাঙ্গ তদন্তের দাবি জানিয়েছেন। তাঁর সন্দেহ, অন্তর্ঘাতের জেরে ঘটনাটি ঘটে থাকতে পারে। এদিনের ঘটনায় নিহতদের প্রতি সমবেদনা জানানোর পাশাপাশি তিনি আহত ট্রেনযাত্রীদের দ্রুত আরোগ্য কামনা করেন। দ্রুত উদ্ধারকার্যের মাধ্যমে আহত যাত্রীদের প্রাণরক্ষার জন্য তিনি রাজ্য সরকারের কাছে অনুরোধ জানান। সিপিএমের রাজ্য সম্পাদক ডাঃ সূর্যকান্ত মিশ্র এই ঘটনায় গভীর শোকপ্রকাশ করেছেন। অন্তর্ঘাতের সন্দেহ প্রকাশ করে তিনিও এই ঘটনায় অবিলম্বে উচ্চপর্যায়ের তদন্তের দাবি জানিয়েছেন। নিহত ও আহত রেলযাত্রীদের পরিবারকে ক্ষতিপূরণ দিতে তিনি দাবি জানান।

এদিকে, করোনা সংক্রান্ত ভার্চুয়াল বৈঠকে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি এই ট্রেন দুর্ঘটনা নিয়ে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে বিস্তারিত জানতে চাইলেও বিজেপি এবিষয়ে নীরব থেকেছে। বিজেপির রাজ্য সভাপতি তথা সাংসদ সুকান্ত মজুমদার এবিষয়ে নীরব থাকায় রাজনৈতিক মহলে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে।

সংক্রামিত ১৩৩৭

উত্তরবঙ্গ ব্যুরো, ১৩ জানুয়ারি : বৃহস্পতিবার উত্তরের বিভিন্ন প্রান্ত মিলিয়ে আরও ১,৩৩৭ জন করোনা সংক্রামিত হয়েছে। তবে সংক্রামিত কারও কোথাও মৃত্যুর কোনও খবর নেই।

কোচবিহারের আরও ১২৮, আলিপুরদুয়ারের ৭৬, জলপাইগুড়ির ২৪৮, শিলিগুড়ি পুরনিগম এলাকার ২৩৯, দার্জিলিং জেলার ৪৭১ এবং মালদা জেলার ৪১৪ জন করোনা ভাইরাসের কবলে পড়েছেন।

লাইনের ত্রুটি

প্রথম পাতার পর

স্থানীয় প্রত্যক্ষদর্শী পরিমল বর্মন বলেন, 'এর আগে গাইসালে দুটি ট্রেনের মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়েছিল। সেসময় এমন ছবি দেখেছিলাম। কিন্তু এদিন কেবল লাইনচ্যুত হওয়ায় এরকম কীভাবে হল, ভেবে পাচ্ছি না।'

রেললাইনের দু'দিকের ভেতরের অংশে অনেক স্লিপারে লোহার ক্লিপ দেখা যায়নি। প্রশ্ন উঠছে, তাহলে কি আগে থেকেই ক্লিপ ছিল না? রেললাইনের ত্রুটির জন্যই কি এমন দুর্ঘটনা ঘটল? স্থানীয়রা বলছেন, ওই এলাকায়, বিশেষ করে দোমোহনি লেভেল ক্রসিং এলাকায় অনেক বড় বড় ইঁদুর রয়েছে। সেসব জায়গায় ট্রেন থেকে ফেলা খাবার খায় সেই ইঁদুরগুলি। রেললাইনের আশপাশে অনেক গর্ত করেছে সেগুলি। সেই ইঁদুরের উৎপাতেই সেখানে রেললাইনের নীচ থেকে মাটি সরে যেতে পারে বলে মনে করা হচ্ছে।

এ তো গেল সাধারণ মানুষ আর প্রত্যক্ষদর্শীদের কথা। রেলকর্তারা কী বলছেন? উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলের মুখ্য জনসংযোগ আধিকারিক গুরনীত কউর বলেন, 'দোমোহনির ৪২ নম্বর পিলারের কাছে ১২টি কোচ লাইনচ্যুত হয়েছে। এত বড় ট্রেন দুর্ঘটনার কারণ তদন্ত না হলে বলা যাবে না।'